সংবাদ

তারিখ 09 SEP 2006
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

হতাশাব্যঞ্জক সাক্ষরতার হার নিয়ে বিতর্ক

ত সোমবার ছিল 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস'। এই উপলক্ষে দেশের সাক্ষরতার হালহকিকত নিয়ে বিভিন্ন রকারি কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট এনজিওগুলো তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। সবাই নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে াক্ষরতা বিবেচনা করছেন। দেশে সাক্ষরতা বা নিরক্ষরতার হার কত তা নিয়ে বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য দিচ্ছেন বাই। তেমনি সাক্ষরতার সংজ্ঞা নিয়েও ঐকমত্য নেই। তবে একটা বিষয় নিয়ে দ্বিমত নেই যে, দেশে াক্ষরতার হার যে কোন বিচারে হতাশাব্যঞ্জক এবং দেশে নিরক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। আমাদের ক সহযোগী দৈনিকের খবর অনুযায়ী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর পরিচালক (প্রশাসন) মো. ইব্রাহিম খলিল ানান, বর্তমানে দেশে সাক্ষরতার হার ৫৩ দশমিক ৬৮ ভাগ। এটা বিবিএসের ২০০৬ সালের তথ্য। রপরের তথ্য সরকারের কাছে নেই। তিনি আরও জানান, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০০২-০৩ ালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুসারে, সাক্ষরতার হার ৬৫ শতাংশ। মন্ত্রণালয় এরপর আর কোন জরিপ করেনি। দশের সাক্ষরতা নিয়ে যাদের ধারণা আছে, তারা সহজেই দেখতে পাবেন, এই হারকে কতটা ফুলানো-াপানো হয়েছে। সাক্ষরতার এই হারের ওপর ভিত্তি করে সরকার যদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেয় তবে ণসাক্ষরতার দুর্দিন।

বেসরকারি সংস্থাগুলোর তথ্য সরকারি তথ্যের সঙ্গে মেলে না। ২০০৩ সালে 'এডুকেশন ওয়াচ'-এর জরিপ িতিবেদন মতে, এর হাল নাকি ৪২ শতাংশ। অন্য একটি এনজিওর মতে সাক্ষরতার হার শতকরা ৪৫ ভাগ। রপর বেসরকারি পর্যায়ে আর কোন জরিপ হয়নি। ইউনেস্কোর নিজস্ব মূল্যায়ন অনুযায়ী বাংলাদেশে ৫২ াতাংশ লোক নিরক্ষর। বয়স্ক সাক্ষরতার ক্ষেত্রে বয়স নির্ধারণ নিয়েও নাকি সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে তপার্থক্য আছে। এনজিওগুলো ৭ বছর বয়স থেকে সাক্ষরতার হার হিসাব করে থাকে। আর ১১ বছর বয়স থকে 'বয়স্ক' সাক্ষরতার হার হিসাব করে। অপরদিকে সরকার ১৫ বছর বয়স থেকে বয়স্ক সাক্ষরতা হিসাব রে। ফলে দু'ধরনের সাক্ষরতার তথ্যের তুলনামূলক বিচার কঠিন হতে পারে তবে যেদিক থেকে বিবেচনা রা হোক না কেন বাংলাদেশে সাক্ষরতার লক্ষ্য অর্জনের কোন অগ্রগতি নেই। বর্তমানে যাদের সাক্ষর বলে বেচনা করা হচ্ছে, তাদের বিরাট একটা অংশ কোনমতে তাদের নাম সই করতে পারে। দু-একটা বাক্য বানান করে পড়তে' পারে সরকারি হিসাবে তারাই সাক্ষর। কিন্তু ইংরেজিতে যাকে বলে 'ফাংশনালি নটারেট' অর্থাৎ যারা একটা ফরম পূরণ করতে পারে অথবা খবরের কাগজের শিরোনাম পড়ে বুঝতে পারে, মন 'সাক্ষর' মানুষের সংখ্যা শতকরা ২০ ভাগও নয়। এ সমস্যা উন্নত দেশগুলোতেও আছে। আমাদের দশে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার আধিপত্যের কারণে প্রমিত বাংলা ভাষা অনেক সাক্ষর ব্যক্তিও বুঝতে পারে া। এসব কারণে নিরক্ষরদের সাক্ষর করা যেমন দুরূহ কাজ, তেমনি নতুন করে সাক্ষর করা ব্যক্তিকে সাক্ষর াখাটাও কঠিন কাজ।

দেশে সাক্ষরতার উন্নতির জন্য সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন (টোটাল লিটারেসি মুভমেন্ট, টিএলএম) ছিল া যাবৎ কালের সবচেয়ে বড় সাক্ষরতা প্রকল্প। এই প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৬৮২ কোটি টাকা। প্রকল্পটির াস্তবায়নকে যেভাবেই মূল্যায়ন করা হোক না কেন তাতে দেখা যাবে, বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ রকারি অর্থের অপচয় হয়েছে মাত্র। প্রচারসর্বস্ব প্রকল্পটিতে দেশে 'সাসটেইনেবল' সাক্ষরতার কোন উন্নতি য়েনি। ৬২টি জেলায় বাস্তবায়িত প্রকল্পটিতে বিপুল পরিমাণ, বলতে গেলে সবটা অর্থেরই অপচয় হয়েছে। তথাকথিত এই 'আন্দোলন' ২০০৩ সালের ৩০ জুন সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমানে দুটি প্রকল্প উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর বাস্তবায়ন করছে। একটি হলো 'মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা-উত্তর অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-২' এবং অপরটি 'শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প'। প্রথম প্রকল্পটি ৬শ' কোটি টাকার। এর মধ্যে সরকারের বরাদ্দ একশ' কোটি টাকা এবং বাকিটা বিভিন্ন দাতা সংস্থার। দ্বিতীয় প্রকল্পটির ব্যয় ২০৬ কোটি টাকা। এ প্রকল্পটিও বিদেশী দাতা সংস্থার অর্থনির্ভর। সরকারের ব্যয় মাত্র ৭ কোটি ৪৫ লাখ টাকা। এসব তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, গণশিক্ষা বা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার নামে বিপুল পরিমাণ বিদেশী র্থ ঋণ-অনুদান হিসেবে আসছে। এসব টাকা খরচ করে অর্থবহ সাক্ষরতার কোন সুরাহা হচ্ছে না। এসব কাজে এক ধরনের স্থায়ী আমলাতন্ত্র গড়ে উঠেছে। অথচ সরকারের প্রধান দায়িত্ব প্রাথমিক শিক্ষার ুবকাঠামো, শিক্ষক-নিয়োগ এবং প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন দিন দিন অবহেলার শিকার হচ্ছে। দেশে াক্ষরতা অভিযানে বিপুল পরিমাণে অর্থ অপচয় থেকে আমরা কি কোন শিক্ষা নিয়েছি? এ কাজেও এক